তাজবীদ শিক্ষা

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

তাজ্বীদ শিক্ষা

রচনায়
মুহাম্মদ সফিকুল্লাহ
এম. এম. এম. এ লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়
সিনিয়র রিসার্চ স্কলার

সম্পাদনায়
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
এম. এম. এম. এ

ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি

ভূমিকা

মানব জাতির জন্যে প্রেরিত জীবন বিধান আল-কুরআনুল কারীম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভাবে তেলাওয়াত করেছেন সেভাবেই তেলাওয়াত করতে হবে। বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শেখার জন্যে ইলমে তাজবীদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, আর বাল্যকাল থেকেই এর অনুশীলন প্রয়োজন। সহীহ্ করে তেলাওয়াত না করলে পাঠক গোনাহ্গার হন, অন্য দিকে আল্লাহর কিতাবের অর্থেরও বিকৃতি ঘটে। বাংলাভাষী মুসলিমদের এ অভাব পূরণের লক্ষ্যে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি অতি সহজভাবে তাজবীদ শেখার জন্যে এ পুস্তিকাখানা রচনায় হাত দেয়। আল-কুরআনুল কারীমের প্রত্যেক পাঠক এ পুস্তিকা খানায় পরিবেশিত নিয়ম-কানুন অবলম্বনে কুরআন মাজীদ সহীহ্ভাবে তেলাওয়াত করলে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হবে।

আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

আমীন

প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম পাঠ

عِلْمُ التَّجْوِيْدُ
ইলমে তাজবীদ

ইলমে তাজবীদ ঃ

التَّجْوِيْد। তাজবীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ বিন্যাস, সুন্দর করা ও সাজানো। পারিভাষিক অর্থে যে ইলমের মাধ্যমে আল্-কুরআনুল কারীমের প্রতিটি মাখ্রাজ ও সিফাত যথাযথভাবে জানা যায় তাকে ইলমে তাজবীদ বলা হয়।

বিষয়বস্তু ঃ

তাজবীদের বিষয়বস্তু হলো حُرُوْفُ الْقُرْاٰنِ বা কুরআনের বর্ণমালা।

উদ্দেশ্য ঃ

সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম হওয়া এবং অর্থগত ও উচ্চারণগত বিকৃতি থেকে কুরআনকে হিফাজত করা।

তাজবীদ - দুই প্রকার ঃ (১) তাত্ত্বিক (২) ব্যবহারিক।

তাত্ত্বিক ঃ ইলমে তাজবীদের নিয়ামাবলী জানা ও বুঝা,

ব্যবহারিক ঃ তাজবীদের নিয়ম-কানুন পুরো অনুসরণ করে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।

অনুশীলনী

১। ইলমে তাজবীদ কাকে বলে?

২। ইলমে তাজবীদের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

৩। ইলমে তাজবীদ কত প্রকার ও কি কি?

দ্বিতীয় পাঠ

لَحْنْ

“লাহান”

(ভুল তিলাওয়াত)

তাজবীদের নিয়ম-কানুন লংঘন করে কুরআন তিলাওয়াত করাকে লাহান বলা হয়।

লাহান দুই প্রকার ঃ

১। লাহানে জলী বা স্পষ্ট ভুল, ২। লাহানে খফী বা অস্পষ্ট ভুল।

লাহানে জলী ঃ তিলাওয়াতের সময় এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়া যেমন قُلْ এর স্থলে كُلْ পড়া অথবা এক হরকতের স্থলে অন্য হরকত পড়া, যেমন ঃ اَنْعَمْتَ এর যায়গায় اَنْعَمْتُ পড়া, অথবা মাদ্দ করতে গিয়ে কোন অক্ষর অহেতুক দীর্ঘ করা, এতে একটি অক্ষর বেড়ে যায়। যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর জায়গায় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِیْ পড়া, অথবা এতদ্রুত পড়া যাতে মাদ্দের কোন অক্ষর লোপ পেয়ে যায় যেমন, لَمْ يُوْلَدْ এর স্থলে لَمْ يُلَدْ পড়া। হুকুম ঃ এভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করলে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয় এবং নামায নষ্ট হয়ে যায়।

লাহানে খফী ঃ

এ ধরনের ভুল দ্বারা কুরআনের ব্যবহৃত حُرُوْف এর (বর্ণমালা) সৌন্দর্য নষ্ট হয়, তবে এতে অর্থের পরিবর্তন হয় না এবং নামাযও নষ্ট হয় না। যেমন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ এর আল্লাহু শব্দের লাম চিকন (বা বারিক) করে না পড়ে মোটা করে পড়া। এ ধরনের ভুল পড়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে সাবধান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী

১। লাহান কাকে বলে?

২। লাহান কত প্রকার ও কি কি?

৩। লাহানে জলী কাকে বলে? উদাহরণ সহ লিখ।

৪। লাহানে খফী কাকে বলে? উদাহরণ সহ বর্ণনা কর।

৫। নিম্ন লিখিত লাহানগুলো কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত?

যেমন ঃ اَلصِّرَاطَ এর ر কে চিকন করে পড়া এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কে اَلْهَمْدُ لِلّٰهِ পড়া।

তৃতীয় পাঠ

حُكْمُ التَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ

কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে তা'আওউয ও তাসমিয়াহ্ পড়া

কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের পূর্বে সব সময় তা'আওউয অর্থাৎ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া জরুরী। বিস্‌মিল্লাহ্ সম্পর্কে কয়েকটি নিয়ম রয়েছে।

(১) সূরার প্রথম থেকে তিলাওয়াত শুরু করলে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হবে।

(২) তিলাওয়াত করতে করতে এক সূরা শেষ করে অন্য সূরার শুরুতে ও বিস্‌মিল্লাহ পড়া প্রয়োজন। কিন্তু সূরা বারায়াতের (সূরা তাওবা) শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়তে হবে না।

(৩) কোন সূরার প্রথম থেকে না পড়ে মাঝখান থেকে পড়া শুরু করলে বিস্‌মিল্লাহ্ পড়া জরুরী নয় তবে এক্ষেত্রেও তা'আওউয্ পড়তে হবে। সূরা বারায়াতের মাঝ হতে তিলাওয়াতের সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া যায়। তবে জরুরী নয়।

অনুশীলনী

১। তা'আওউয কখন পড়তে হয়?

২। বিসমিল্লাহ্ কখন পড়তে হয়?

৩। সূরা বারায়াতের শুরুতে বিসমিল্লাহ্ পড়তে হয় কি না?

৪। সূরা বারায়াতের মাঝখানে তিলাওয়াতের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ার হুকুম কি?

৫। সূরা বারায়াত ছাড়া অন্য সূরার মাঝখান থেকে তিলাওয়াত করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ার হুকুম কি?

চতুর্থ পাঠ

مَخْرَجُ الْحُرُوْفُ

মাখরাজ পরিচিতি

যে স্থান হতে হরফ উচ্চারিত হয় বা বের হয় তাকে 'মাখরাজ' বলে।

'মাখরাজ' ১৭টি।

১। কণ্ঠনালী বা হলকের মূল হতে ২টি হরফ। (حَرف) উচ্চারিত হয়। যেমন ء ه (هَمْزَة – هَاء)

২। হলকের মধ্যস্থল হতে উচ্চারিত হয় ح – ع (عَيْن – حَاء)

৩। হলকের উপরিভাগ হতে উচ্চারিত। خ غ (غَين–خَاء)

৪। জিহ্বার গোড়া বা মূল তার বরাবর উপরের তালুর সংগে লাগিয়ে দুই নোকতা ওয়ালা ক্বাফ। ق (قَاف)

৫। জিহ্বার গোড়া বা মূল হতে একটু বাইরের দিকে এগিয়ে তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ছোট কাফ। ك (كَاف)

৬। জিহ্বার মধ্যভাগ তার উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ی ش ج (جِيم – شِيْن– يَاء)

৭। জিহ্বার গোড়া বা মূলের কিনারা উপরের মাড়ীর (দাঁতের) গোড়ার সাথে লাগিয়ে। ض (ضَاد)

৮। জিহ্বার অগ্রভাগ বা মাথার কিনারা উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লাগিয়ে ل (لَام)

৯। জিহ্বার অগ্রভাগের সোজা উপরের তালু হতে ن (نُوْن)

১০। জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ر (رَاء)

১১। জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে ت –د – ط (طَاء – دَال– تَاء)

১২। জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের নীচের দুই দাঁতের পেটের সাথে লাগিয়ে
(صَاد - سِيْن - زَاء) ص - س - ز
১৩। জিহ্বার অগ্রভাগ সামনের দুই দাঁতের অগ্রভাগ হতে
(ظَاء - ذَال - ثَاء) ظ - ذ - ث
১৪। নীচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সাথে লাগিয়ে (فَاء) ف
১৫। উভয় ঠোঁটের মধ্যস্থল হতে উচ্চারিত হয়।

(بَاء - وَاوْ - مِيْم) ب و م

ب উভয় ঠোঁটের ভেজা অংশ হতে উচ্চারিত হয় اَبْ

م উভয় ঠোঁটের শুকনা অংশ হতে উচ্চারিত হয় اَمْ।

و উচ্চারণের সময় উভয় ঠোঁট পুরোপুরি মিলিত হয় না,

মুখ একটু গোল হয়ে উক্ত বর্ণ উচ্চারিত হয়। اَوْ

১৬। মুখের খালি যায়গা হতে মাদ্দের হরফ পড়া হয়। মাদ্দের হরফ ৩টি

ـَا ـُوْ ـِىْ যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে যজম ওয়ালা ওয়াও, জেরের বাম পাশে যজম ওয়ালা ইয়া। মাদ্দের হরফ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন ঃ جَا - جُوْ - جِىْ
১৭। নাকের বাঁশী হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়।
যেমন ঃ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ
নোট ঃ হরফের সঠিক উচ্চারণ জানতে হলে প্রত্যেকটি বর্ণের আগে হরকত বিশিষ্ট হামজাহ সংযোগ করে বর্ণটিকে সাকিন করতে হয়।
যেমন ঃ اَبْ - اَشْ - اَقْ

অনুশীলনী

১। মাখরাজ কাকে বলে?

২। মাখরাজ কয়টি ও কি কি? ء - ه এর মাখরাজ উল্লেখ কর।

৩। س ط ف و ن এর মাখরাজ বর্ণনা কর।

৪। উভয় ঠোঁটের মধ্যস্থল হতে কোন কোন বর্ণ উচ্চারিত হয় বুঝিয়ে বল।

পঞ্চম পাঠ

اَحْكَامُ النُّوْنِ السَّاكِنَةِ وَالتَّنْوِيْنِ

নূনে সাকিন ও তানভীন

নূনে সাকিন ও তানভীনের চারটি বিধান রয়েছে। যথা ঃ (১) اِظْهَار (ইজহার) অর্থ স্পষ্ট করা (২) اِدْغَام (ইদগাম) অর্থ মিল করা (৩) اِقْلَاب (ইকলাব) অর্থ বদল করা (৪) اِخْفَاء (ইখফা)। অর্থ গোপন করা।

(১) اِظْهَار ইজহার ঃ নূনে সাকিন ও তানভীনের পর ছয়টি হরফে হালকী বা কণ্ঠ বর্ণের যে কোন একটি বর্ণ থাকলে নূনে সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ ও ইখফা ছাড়াই নিজ মাখরাজ থেকে স্পষ্ট করে পড়াকে اِظْهَار ইজহার বলে।

হরূফে হালকী বা কণ্ঠবর্ণ ছয়টি ঃ

ء ه ح خ ع غ

অবস্থা	উদাহরণ		কণ্ঠবর্ণ
নূনে সাকিনের পর হামজাহ	همزة	مَنْ اَنْبَاكَ	ن ء
নূনে সাকিনের পর হা	ه	اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى	ن ه
নূনে সাকিনের পর আইন	ع	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ	ن ع
নূনে সাকিনের পর গাইন	غ	وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ	ن غ
নূনে সাকিনের পর হা (হালকী)		وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبْ	ن ح
নূনে সাকিনের পর খা	خ	ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ	ن خ

তানভীনের উদাহরণ

অবস্থা	উদাহরণ		কণ্ঠবর্ণ
তানভীনের পর হামজাহ	وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ	ء	ء
তানভীনের পর হা	وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ	ه	ه
তানবীনের পর আইন	ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ	ع	ع
তানভীনের পর গাইন	مَاءً غَدَقًا	غ	غ
তানভীনের পর হা (হালকী)	اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا	ح	ح
তানভীনের পর খা	كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ	خ	خ

(২) اِقْلَابِ (ইকলাব) ঃ নূনে সাকিন বা তানভীনের পর (ب) থাকলে ঐ নূনে সাকিন বা তানভীনকে মীম (م) দ্বারা বদল করে ইখফা ও গুন্নাহ করে পড়তে হয়। যেমন ঃ

নূনে সাকিনের পর ب   مِنْۢ بَعْدِ   ب ن

তানভীনের পর ب   سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ   ب ن

(৩) اِدْغَامْ (ইদগাম) ঃ নূনে সাকিন বা তানভীনের পর (يرملون)

ى - ر - م - ل - و - ن

এ ছয়টি হরফ বা অক্ষরের যে কোন একটি হরফ থাকলে ইদগাম করতে হয়। ইদগাম দুই প্রকার (১) اِدْغَامْ بِالغنة ইদগাম বিল গুন্নাহ (২) اِدْغام بغير غنة ইদগাম বিগাইরি গুন্নাহ।

ادْغام بالغنة (ইদগাম বিল গুন্নাহ) গুন্নাহ সহ ইদগাম ঃ

নূনে সাকিন বা তানভীনের পর ی ن م و এর যে কোন একটি অক্ষর আসলে ঐ অক্ষরকে নূনের সাথে মিলিয়ে গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

نْ (নূনে সাকিন) এর পর ی	تَنْوِيْن (তানভীন) এর পর ی
যেমন ঃ فَمَنْ يَّعْمَلْ	যেমন ঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ
نْ (নূনে সাকিন) এর পর ن	تَنْوِيْن (তানভীন) এর পর ن
যেমন ঃ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ	যেমন ঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ
نْ (নূনে সাকিন) এর পর م	تَنْوِيْن (তানভীন) এর পর م
যেমন ঃ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ	যেমন ঃ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ
نْ (নূনে সাকিন) এর পর و	تَنْوِيْن (তানভীন) এর পর و
যেমন ঃ فَمَالَهُ مِنْ وَّالٍ	যেমন ঃ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ

اِدْغام بغير غنة (ইদগাম বিগাইরি গুন্নাহ) গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম ঃ

নূনে সাকিন বা তানভীনের পর ل - ر এর যে কোন একটি বর্ণ আসলে গুন্নাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন ঃ

نْ (নূনে সাকিন) এর পর ل	تَنْوِيْن (তানভীন) এর পর ل
যেমন ঃ اَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ	যেমন ঃ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ
نْ (নূনে সাকিন) এর পর ر	تَنْوِيْن (তানভীন) এর পর ر
যেমন ঃ مِنْ رَّبِّكَ	যেমন ঃ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ

উল্লেখ্য যে, যখন نْ (নূনে সাকিন) ও تَنْوِيْن (তানভীন) এবং ইদগামের حرف বা অক্ষর একই শব্দে পাওয়া যাবে তখন ইদগামের এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। যেমন ঃ قِنْوَانٌ ، صِنْوَانٌ

তখন এসব ক্ষেত্রে ইজহার করে পড়তে হবে। এরূপ ইজহারকে "ইজহারে মতলক" বলে। পুরো কুরআন শরিফে এধরনের ৪টি শব্দ পাওয়া যায়।
শব্দ ৪টি - دُنْيَا - بُنْيَانٌ - قِنْوَانٌ - صِنْوَانٌ

(৪) اِخْفَاء (ইখফা) ঃ نُوْن سَاكِن (নূনে সাকিন) ও تَنْوِيْن (তানভীনের) পর নিম্নোক্ত ১৫টি অক্ষরের যে কোন একটি অক্ষর থাকলে গুন্নাহ সহ ইখফা করে পড়তে হয়। হরফগুলো হলো যেমন ঃ

ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

তানভীন	নূনে সাকিন	ইখফার হরফ
جَنّٰتٍ تَجْرِىْ	لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ	ت
يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ	مِنْ ثَمَرَاتٍ	ث
مِنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ	ج
مَاءٍ دَافِقٍ	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ	د
عَزِيْزٌ ذُوْا انْتِقَامٍ	مِنْ ذٰلِكَ	ذ
غُلَامًا زَكِيًّا	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا	ز
بَشَرًا سَوِيًّا	يَنْسِلُوْنَ	س
غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ	فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ	ش
عَمَلًا صَالِحًا	مِنْ صِيَامٍ	ص
مَكَانًا ضَيِّقًا	وَمَنْ ضَلَّ	ض
صَعِيْدًا طَيِّبًا	يَنْطِقُوْنَ	ط

ظ	يَنْظُرُوْنَ	قَوْمًا ظَالِمِيْنَ
ف	يُنْفِقُوْنَ	بَسْطَةً فِىْ الْعِلْمِ
ق	مِنْ قَبْلُ	مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ
ك	مِنْكُمْ	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

অনুশীলনী

১। نُوْن سَاكِنْ (নূনে সাকিন) ও تَنْوِيْن (তানভীনের) বিধান কয়টি ও কি কি?

২। حروف حلقِى (হরফে হালকী) বা কণ্ঠ বর্ণ কয়টি ও কি কি?

৩। নূনে সাকিন ও তানভীনের পর কণ্ঠ বর্ণ এলে কিভাবে পড়তে হয় উদাহরণসহ লিখ।

৪। اِقْلَاب (ইকলাব) কাকে বলে?) ইকলাবের দু'টি উদাহরণ দাও।

৫। নূনে সাকিন ও তানভীনের পর يَرْمَلُوْنَ হতে যে কোন একটি বর্ণ এলে কিভাবে পড়তে হয় উদাহরণসহ লিখ।

৬। اِدْغَام (ইদগাম) বিলগুন্নাহ ও বিগাইরিগুন্নাহ বলতে কি বুঝ উদাহরণসহ লিখ।

৭। নূনে সাকিন ও তানভীনের পর কোন কোন বর্ণ এলে اِخْفَاء ইখফা করতে হয়। এরূপ তিনটি উদাহরণ উল্লেখ কর।

৮। নিম্নের আয়াতগুলো পড় ও নীচে দাগ দেয়া কোনটির কোন হুকুম উল্লেখ কর।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ - فَلَمَّا اَنْبَاهُمْ بَاسْمَائِهِمْ -

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ - فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

ষষ্ঠ পাঠ

اَحْكَامُ الْمِيْمِ السَّاكِنَةِ

মীমে সাকিন

মীমে সাকিনের তিনটি নিয়ম আছে।

(১) اِخْفَاء ইখফা, (২) اِدْغَام ইদগাম (৩) اِظْهَار ইযহার

ইখফা ঃ মীমে সাকিনের পর ب (বা) বর্ণ থাকলে غُنَّة গুন্নাহসহ ইখফা করে পড়তে হয়। যেমন ঃ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

ইদগাম ঃ মীমে সাকিনের পর م (মীম) বর্ণ আসলে ইদগাম ও গুন্নাহ করে পড়তে হয়। যেমন ঃ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

ইজহার ঃ মীমে সাকিনের পর ب ও م ছাড়া অন্য যে কোন حرف থাকলে ইখফা ও গুন্নাহ ছাড়া ইযহার বা স্পষ্ট করে পড়তে হয়।

যেমন ঃ لَمْ يَكُنْ - اَلَمْ نَشْرَحْ - اَلَمْ تَرَى

অনুশীলনী

১। মীমে সাকিনের কয়টি নিয়ম আছে? উল্লেখ কর।

২। মীমে সাকিনের পর ب (বা) বর্ণ থাকলে কিভাবে পড়তে হয় উদাহরণসহ লিখ।

৩। মীমে সাকিনের পর م (মীম) আসলে কিভাবে পড়তে হবে? এ নিয়মের নাম কি? উদাহরণসহ লিখ।

৪। মীমে সাকিনের পর ب ও م ছাড়া অন্য (حرف) বর্ণ আসলে কি হুকুম হবে উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৫। আয়াতাংশগুলো পড় ও নীচে দাগ দেয়া শব্দগুলোর নিয়ম বা হুকুম বর্ণনা কর। قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ - لَهُمْ فِيْهَا - عَلَيْهِمْ مَّطَرًا

সপ্তম পাঠ

اَلْغُنَّه

"গুন্নাহ"

হরকতের বাম পাশে ن (নূন) ও م (মীম) হরফ দুটির কোন একটি তাশদীদযুক্ত হলে গুন্নাহ করা জরুরী। তাকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলে। এক্ষেত্রে গুন্নাহর পরিমাণ হবে এক আলিফ। গুন্নাহ নাকের বাঁশি হতে উচ্চারিত হয়। গুন্নাহকে অনেকটা চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ করে পড়তে হয়।

যেমন ঃ عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ - اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

তাছাড়া কুরআন শরিফে আরও ২ প্রকার গুন্নাহ আছে। (১) নূনে সাকিন ও তানভীনের গুন্নাহ (২) মী-মে সাকিনের গুন্নাহ।

অনুশীলনী

১। ওয়াজিব গুন্নাহ কাকে বলে।

২। গুন্নাহ কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়? উদাহরণসহ লিখ।

৩। পড় ও গুন্নাহর স্থানগুলো নির্ণয় কর।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَاتَنْهَرْ

অষ্টম পাঠ

اَلاِدْغَام

"ইদগাম"

এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলে। ইদগাম তিন প্রকার। যথা ঃ

(১) اِدْغَامِ مِثْلَيْنِ (ইদগামে মিস্‌লাইন) (২) اِدْغَامِ مُتَجَانِسَيْنِ (ইদগামে মোতাজানিছাইন) (৩) اِدْغَامِ مُتَقَارِبَيْنِ (ইদগামে মোতাকারিবাইন)।

(১) اِدْغَامِ مِثْلَيْنِ (ইদগামের মিসলাইন) ঃ একই حرف বা বর্ণ যদি দু'বার এক স্থানে পাশাপাশি আসে এবং প্রথমটি সাকিন এবং দ্বিতীয়টি হরকত বিশিষ্ট হয় তখন সাকিন (حرف) অক্ষরকে হরকত বিশিষ্ট (حرف) অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়াকে ইদগামে মিসলাইন বলা হয়।

যেমন ঃ

اِضْرِبْ بِعَصَاكَ - ب = ب

بَلْ لاَّ يَخَافُوْنَ - ل = ل

(২) اِدْغَامِ مُتَجَانِسَيْنِ (ইদগামে মোতাজানিছাইন) ঃ এক মাখরাজ কিন্তু ভিন্ন সিফাতের দু'টি حرف (বর্ণ) পাশাপাশি এলে এবং প্রথম বর্ণ সাকিন ও দ্বিতীয় বর্ণ হরকত বিশিষ্ট হলে প্রথম অক্ষরকে দ্বিতীয় অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়াকে। اِدْغَامِ مُتَجَانِسَيْنِ (ইদগামে মোতাজানিছাইন) বলা হয়। যেমন ঃ قَالَتْ طَائِفَةٌ - مَا عَبَدْتُّمْ - بَسَطْتَ

উল্লেখিত উদাহরণ সমূহে ت - د ت - ط এবং ط ت এর একই মাখরাজ কিন্তু সিফাত ভিন্ন।

(৩) اِدْغَامْ مُتَقَارِبَيْنِ (ইদগামে মোতাকারিবাইন) ঃ নিকটবর্তী দুই মাখরাজ ও ভিন্ন সিফাতের দু'টি حرف পাশাপাশি এলে এবং প্রথম حرف বা বর্ণ সাকিন ও দ্বিতীয় বর্ণ হরকত বিশিষ্ট হলে প্রথম حرف বা বর্ণটিকে দ্বিতীয় বর্ণের সাথে মিশিয়ে পড়াকে اِدْغَامْ مُتَقَارِبَيْنِ ইদগামে মোতাকারিবাইন বলা হয়।

যেমন ঃ اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ - مَنْ لاَّ يُحِبُّ

উল্লেখিত উদাহরণদ্বয় ن ও ل এবং ق ও ك নিকটবর্তী মাখরাজ কিন্তু ভিন্ন সিফাতের বর্ণ।

অনুশীলনী

১। ইদগাম কাকে বলে? ইদগাম কত প্রকার ও কি কি?
২। ইদগামে মিসলাইন কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ?
৩। ইদগামে মোতাজানিছাইন বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৪। ইদগামে মোতাকারিবাইন বলতে কি বুঝ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
৫। পড় ও কোনটি কোন ধরনের ইদগাম বর্ণনা কর।

اِذْهَبْ بِكِتَابِىْ - اِذْ ظَلَمُوْا - عَاهَدْتَ - اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ

নবম পাঠ

تَفْخِيْم وَتَرْقِيْق

পোর ও বারিক (চিকন ও মোটা)

নিম্ন লিখিত বর্ণগুলো অবস্থাভেদে পোর ও বারিক করে পড়তে হয়।

(১) راء (র) (২) اَللّٰهُ (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম)।

আল্লাহ্ শব্দের লাম ل উচ্চারণের বিধান দুটি ঃ

১। اللّٰهُ শব্দের লামের ডানে যদি জবর কিংবা পেশ থাকে তবে উক্ত লামকে সব সময় মোটা করে পড়তে হয়। পোর মানে মোটা করে পড়া। যেমন ঃ رَفَعَهُ اللّٰهُ اَرَادَ اللّٰهُ

২। اللّٰهُ (আল্লাহ্) শব্দের লামের ডানে যদি জের বা كسرة (কাসরাহ্) থাকে তবে উক্ত ل লামকে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়।

যেমন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ - لِلّٰهِ مَافِىْ السَّمٰوٰتِ

আল্লাহ্ শব্দের লাম حرف (অক্ষর) ছাড়া যত লাম حرف রয়েছে তার ডানে যে কোন হরকত হোক না কেন সর্বাবস্থায় তা বারিক বা চিকন করে পড়তে হবে। যেমন ঃ وَمَالَكُمْ اَلَّا تُقَاتِلُوْنَ

راء (র) উচ্চারণের নিয়মাবলী ঃ

راء (র) حرف টিকে ৫ অবস্থায় পোর বা মোটা করে পড়তে হয়।

(১) راء (র) এর উপর জবর বা পেশ হলে উক্ত রা পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন ঃ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - رُبَمَا يَوَدُّ

(২) راء (র) বর্ণ সাকিন ও তার পূর্ব বর্ণ পেশ বা জবরযুক্ত হলে উক্ত 'র' কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন ঃ يَرْجِعُوْنَ – أُرْكُسُوْا

(৩) র সাকিন ও তার পূর্বে كسره عارضى বা ক্ষণস্থায়ী যের বিশিষ্ট বর্ণ হলে ঐ র বর্ণকে মোটা বা পোর করে পড়তে হয়।

যেমন ঃ مَنِ ارْتَضٰى – اِنِ ارْتَبْتُمْ

(৪) র এর পূর্ব বর্ণ যদি যেরযুক্ত হয় এবং তার পরবর্তী অক্ষর নিম্নোক্ত ৭টি অক্ষরের যে কোন একটি হয় তবে ঐ 'র' কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। ঐ ৭টি বর্ণ হলোঃ خص ضغط قظ এগুলোকে حروف استعلاء হরফে ইস্তেলা বলা হয়। যেমন ঃ فِرْقَةٌ – قِرْطَاسٌ – مِرْصَادٌ

(৫) ওয়াকফ অবস্থায় র' সাকিনের পূর্বে ى ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ সাকিন হলে এবং সাকিনের পূর্ব বর্ণে যবর অথবা পেশ হলে উক্ত র'-কে পোর করে পড়তে হয়। যেমন ঃ خُسْرٌ – شَهْرٌ – صُدُوْرٌ

চার অবস্থায় র' বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়

(১) راء 'র' বর্ণ যেরযুক্ত হলে বারিক করে পড়তে হয়।

যেমন ঃ رِكْزًا – رِجَالٌ

(২) راء 'র' বর্ণ সাকিন ও পূর্ববর্তী বর্ণ আসল (اَصْلِىْ) যের বিশিষ্ট হলে ঐ র' - কে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন ঃ خَيْرٌ – سَيْرٌ

(৩) راء 'র' বর্ণ ওয়াকফের কারণে জযম বিশিষ্ট হলে এবং তৎপূর্বে ى ভিন্ন অন্য কোন সাকিন বর্ণের পূর্বের বর্ণ যের বিশিষ্ট হয় তা হলে ঐ র' কে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন ঃ ذِكْرٌ شِعْرٌ

(৪) رَاءْ 'র' বর্ণ যদি ওয়াকফের কারণে সাকিন হয় এবং তৎপূর্বে ى ভিন্ন অন্য কোন সাকিন বর্ণের পূর্বের বর্ণ যের বিশিষ্ট হয় তা হলে ঐ র' কে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন شِعْرٍ ذِكْرٍ

অনুশীলনী

১। পোর ও বারিক বলতে কি বুঝ?

২। কোন কোন বর্ণে পোর ও বারিকের বিধান রয়েছে?

৩। আল্লাহ্ শব্দের লাম কখন পোর করে পড়তে হয় এবং কখন বারিক করে পড়তে হয়? উদাহরণসহ লিখ।

৪। র' বর্ণ কখন পোর করে পড়তে হয়? উদাহরণসহ লিখ।

৫। কোন অবস্থায় র' বর্ণ বারিক করে পড়তে হয়? উদাহরণসহ লিখ।

৬। নিম্নের উদাহরণগুলো পড় এবং পোর ও বারিক নির্ণয় কর।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ – فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا – وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ – يُرْزَقُوْنَ – شَكُوْرًا –

দশম পাঠ

اَلْمَدّ

মাদ্দ

টেনে অথবা লম্বা করে পড়ার নাম মাদ্দ।

মাদ্দের হরফ ৩টি।

১। জবরের বাম পাশে খালি আলিফ ـَا

২। যেরের বাম পাশে যজম ওয়ালা ইয়া ـِيْ

৩। পেশের বাম পাশে যজম ওয়ালা ـُوْ

মাদ্দ মোট দশ প্রকার ঃ

* এক আলিফ মাদ্দ তিন প্রকার ঃ (১) مد طبعى মাদ্দে তবায়ী

(২) مد بدل মাদ্দে বদল (৩) مد لين মাদ্দে লীন।

এক আলিফের পরিমাণ হলো দুটো হরকত উচ্চারণের পরিমান সময়।

* তিন আলিফ মাদ্দ দুই প্রকার (১) মাদ্দে আরেজী مد عارضى (২) মাদ্দে

মুনফাসিল مد منفصل

* চার আলিফ মাদ্দ পাঁচ প্রকার ঃ

১। মাদ্দে মুত্তাছিল مد متصل

২। মাদ্দে লাজিম কালমী মুছাক্কাল - مد لازم كلمى مثقل

৩। মাদ্দে লাজিম কালমী মুখাফফাফ - مد لازم حرفى مخفف

৪। মাদ্দে লাজিম হারফী মুছাক্কাল - مدلازم حرفى مثقل

৫। মাদ্দে লাজিম হারফী মুখাফ্ফাফ - مد لازم حرفى مخفف

সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ও উদাহরণ

১। মাদ্দে তাবায়ী مد طبعى ঃ যবরের বাম পাশে খালি আলিফ পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও জেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া হলে উহাকে মাদ্দে তাবায়ী বলে। এ অবস্থায় এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন ঃ بَا - بُوْا - بِىْ

২। মাদ্দে বদল مد بدل ঃ হামযার সঙ্গে মাদ্দের হরফ হলে উহাকে মাদ্দে বদল বলে এই মাদ্দ ও এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
যেমন ঃ اٰمَنَ - اُوْمِنَ - اِيْمَانًا

৩। মাদ্দে লীন مد لين ঃ লীনের হরফের বাম পার্শ্বে ওয়াক্‌ফ অবস্থায় সাকিন হলে উহাকে মাদ্দে লীন বলা হয়। লীনের হরফ দুটি ঃ-
যবরের বামে জযম ওয়ালা ওয়াও َوْ
যবরের বামে জযম ওয়ালা ইয়া َىْ
লীনের হরফ এক আলিফ টেনে পড়তে হয়।
যেমন خَوْفٌ - بَيْتٌ

৪। মাদ্দে আরেজী مد عارضى ঃ মাদ্দের হরফের বাম পাশে ওয়াকফের হালতে সাকিন হলে উহাকে মাদ্দে আরেজী বলা হয়। তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন ঃ اَلرَّحْمٰنِ ○
اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ○ - وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○

৫। মাদ্দে মুনফাসিল مد منفصل ঃ মাদ্দের হরফের বাম পাশে আলিফের সুরতে অন্য শব্দে হামজাহ হলে উপরের চিহ্নটি ~হবে। এ মাদ্দকে مد منفصل বলে। যেমন ঃ وَمَآ اُنْزِلَ وَمَآ
اُوْتِىْ - لَآ اَعْبُدُ এ মাদ্দকে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়।

৬। মাদ্দে মুত্তাসিল ঃ মাদ্দের হরফের বাম পাশের একই শব্দে হামজাহ হলে উহাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বলে। এই মাদ্দকে চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

যেমন شَاءَ – أُولَٰئِكَ – سُوْءٌ

মাদ্দে লাযিমের বিবরণ

حَرْفِ مَدّ (মাদ্দের অক্ষরের) পর জযমযুক্ত কোন বর্ণ হলে তাকে মাদ্দে লাযিম বলা হয়।

১। كَلْمِىْ مُثَقَّلْ (কালমী মুছাক্কাল) ২। كَلْمِىْ مُخَفَّفْ (কালমী মুখাফ্ফাফ) ৩। حَرْفِىْ مُثَقَّلْ (হরফী মুছাক্কাল) ৪। حَرْفِىْ مُخَفَّف হরফী মুখাফ্ফাফ।

১। কালমী মুছাক্কাল ঃ

শব্দের মাঝে যদি মাদ্দের হরফের পর তাশদীদযুক্ত সাকিন থাকে তবে উহাকে কালমী মুছাক্কাল বলা হয়।

যেমন ঃ وَلَا الضَّالِّيْنَ – دَابَّةٌ

এই মাদ্দ চার আলিফ পর্যন্ত লম্বা করে পড়তে হয়।

২। কালমী মুখাফ্ফাফ ঃ

শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পর সাকিনে আসলী হলে উহাকে মাদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্ফাফ বলা হয়।

যেমন ঃ آلْآنَ এ মাদ্দও চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৩। হরফী মুছাক্কাল ঃ

মাদ্দের অক্ষরের পর তাশদীদযুক্ত সাকিন হরফ থাকলে হরফী মুছাক্কাল বলা হয়। যেমন ঃ الٓمٓ

৪। হরফী মুখাফ্ফাফ ঃ

মাদ্দের অক্ষরের পর তাশদীদযুক্ত কোন বর্ণ না থাকলে তাকে হরফী মুখাফ্ফাফ বলা হয়। যেমন ঃ ص عٓسٓقٓ - كٓ

উক্ত মাদ্দও চার আলিফ পর্যন্ত দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

অনুশীলনী

১। মাদ্দ কাকে বলে? حرف مد মাদ্দের হরফ কয়টি ও কি কি?

২। مَدِّ طَبَعِىْ মাদ্দে তাবায়ী কাকে বলে? উক্ত মাদ্দ কি পরিমাণ লম্বা করতে হয়? উদাহরণসহ লিখ।

৩। مَدِّ فَرعِى মাদ্দে ফারয়ী কত প্রকার ও কি কি?

৪। مَدِّ مُتَّصِل মাদ্দে মুত্তাছিল কখন হয়? উদাহরণসহ লিখ।

৫। مَدِّ مُنْفَصِل মাদ্দে মুনফাসিলের হুকুম বর্ণনা কর।

৬। مَدِّ بَدَل মাদ্দে বদল কখন হয়? উদাহরণসহ লিখ।

৭। مَدِّ لِيْن (মাদ্দে লীন) ও مَدِّ عَارِضِى (মাদ্দে আরেজী) হুকুম বর্ণনা কর এবং একটি করে উদাহরণ দাও।

৮। مَدِّ لاَزِم মাদ্দে লাযিম কত প্রকার ও কি কি?

৯। পড় এবং এর হুকুম বর্ণনা কর।

جَآءَ - مَلِكٌ - مُسْتَقِيْمٍ - اَلْحَآقَّةُ - خَوْفٌ - لَآاَعْبُدُ -

مَاتَعْبُدُوْنَ - نٓ - اُوْتِىَ - اَلْاٰنَ

১০। مَدِّ لِيْن মাদ্দে লীন কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

একাদশ পাঠ

قَلْقَلَه

কাল-কালাহ্

কাল-কালাহ্ অর্থ হলো প্রতিধ্বনী ও গম্ভীর স্বরে আওয়াজ করা। কোন গোলাকার বস্তু মাটিতে নিক্ষেপ করলে সাথে সাথে উহা ধাক্কা খেয়ে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠে। অনুরূপভাবে কাল-কালার বর্ণগুলো নিজ নিজ মাখরাজ হতে ধাক্কা খেয়ে গম্ভীর স্বরে উপরের দিকে লাফিয়ে উঠে।

কাল-কালাহর বর্ণ পাঁচটি ঃ ق – ط – ب – ج – د

এক কথায় قطب جد

কাল-কালাহ্ করার নিয়ম ঃ কাল-কালাহ্ করার তিনটি নিয়ম আছে।

(১) قَلْقَلَه (কাল-কালার) حرف তাশদীদযুক্ত হলে এবং সে অবস্থায় থামতে হলে। যেমন ঃ بِالْحَقِّ

(২) কাল-কালার অক্ষর সাকিন এবং এ অবস্থায় ওয়াক্ফ হলে। যেমন مُحِيْطًا

(৩) কাল-কালার অক্ষর সাকিন এবং এর উপর ওয়াক্ফ না করে মিলিয়ে পড়লে যেমন ঃ يَجْمَعُ

উল্লেখিত নিয়মে প্রথম দুটিতে কাল-কালাহ্ ভালভাবে করতে হয়। তিন নম্বর নিয়মে কাল-কালাহ্ অপেক্ষাকৃত কম করতে হয়। কাল-কালাহ্ আদায়ের সময় জবরের আভাস থাকবে। তবে জবর পুরো উচ্চারিত হবে না।

অনুশীলনী

১। قَلْقَلَه (কাল-কালাহ্) কাকে বলে?

২। حروف القَلْقَلَه কাল-কালার হরফ কয়টি ও কি কি?

৩। قَلْقَلَه কোন অবস্থায় করতে হয়?

৪। حروف القَلْقَلَه বা কাল-কালার হরফ নির্ণয় কর ও নীচের কোন কোন শব্দে কোন ধরনের কাল-কালাহ্ হয়, তা বর্ণনা কর।

وَلَمْ يُوْلَدْ - وَمَا كَسَبْ - اَبْصَارْ - اِبْتَرْ - كُفُوًا - اَحَدْ -

৫। কাল-কালাহ্ আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

দ্বাদশ পাঠ

وَقْف

ওয়াক্‌ফ

যে সব লোক কুরআন মাজিদের অর্থ বুঝে না, তারা কুরআন তেলাওয়াত কালে যে সব জায়গায় ওয়াকফের চিহ্ন দেয়া আছে, সে সব জায়গায় ওয়াক্‌ফ করবে। বিনা প্রয়োজনে মাঝখানে থামবে না। হ্যাঁ, শ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে থামবে। তবে পুনরায় ঐ শব্দের পূর্বে এমন জায়গা হতে তেলাওয়াত শুরু করবে যা অর্থবোধক হবে। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ক্বারী ও আলেমদের সহায়তা নেয়া উচিত। নচেৎ মারাত্মক ভুল হয়ে যেতে পারে।

ওয়াক্‌ফ সাধারণত ঃ দু'ভাগে বিভক্ত (১) وَقْفٌ جَائِز বৈধ ওয়াকফ

(২) وَقْفٌ مَمْنُوْع অবৈধ ওয়াকফ।

وَقْفٌ جَائِز বৈধ ওয়াক্‌ফ ঃ চারভাগে বিভক্ত।

১। لَازِمْ (লাযিম) ঃ বাক্য শেষ হয়েছে, অর্থ ও পূর্ণ হয়েছে, মিলিয়ে পড়লে অর্থ বিকৃত হবে যেমন ঃ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ

এখানে اللّٰهُ শব্দের পর ওয়াকফ না করে মিলিয়ে পড়লে অর্থে বিকৃতি ঘটে।

২। وَقْف تَامْ (ওয়াক্‌ফ তাম) ঃ বাক্য শেষ হয়ে গেলে বিরাম করতে হয়। পরের বাক্য বা শব্দের সাথে এর অর্থগত ও শব্দগত কোন সম্পর্ক থাকে না। যেমন ঃ কোন ঘটনা বা সূরার শেষ আয়াত ঃ

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

৩। وَقْفُ كَافِىْ (ওয়াক্‌ফ কাফী) ঃ এমন বাক্যের শেষে ওয়াক্‌ফ করা হয় যা পরের বাক্যের সাথে অর্থের দিক দিয়ে সম্পর্কিত, শব্দের দিক দিয়ে নয়, যেমন ঃ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِىْ الاَرْضِ خَلِيْفَةً

৪। وَقف حسن (ওয়াক্‌ফ হাসান) ঃ বাক্য শেষ কিন্তু পরবর্তী বাক্যের সাথে এর অর্থগত ও শব্দগত সম্পর্ক রয়েছে, যেমন প্রথম বাক্য مَوْصُوْف ও দ্বিতীয় বাক্য صِفَتْ এ অবস্থায় ওয়াক্‌ফ করা যেতে পারে। এরপর নূতন আয়াত আসলে সেখান থেকে কিরায়াত শুরু করা ভাল। যেমন ঃ هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ এ অবস্থায় তার পরবর্তী আয়াত الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ থেকে তেলাওয়াত শুরু করা ভাল।

অনুরূপ অবস্থায় আয়াতের মাঝে হলেও ওয়াক্‌ফ করা যায় তবে প্রথম থেকে পুনরায় পড়া উত্তম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

এখানে ওয়াক্‌ফ করা যায় কিন্তু পুনরায় তেলাওয়াত প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।

অবৈধ ওয়াক্‌ফ ঃ এমন অসম্পন্ন বাক্যে ওয়াক্‌ফ করা যা দ্বারা অর্থ বিকৃতি ঘটবে। অথবা পুরো অর্থ বুঝা যায় না। যেমন ঃ اَلْحَمْدُ، مَالِكُ ও بِسْمِ এ শব্দগুলোর শেষে ওয়াক্‌ফ করলে পুরো অর্থ বুঝায় না।

এভাবে لاتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ এর শেষে ওয়াক্‌ফ করলে বাক্যের অর্থ বিকৃতি ঘটে।

অনুশীলনী

১। وَقْفُ (ওয়াক্‌ফ) কোন অবস্থায় বৈধ? উদাহরণসহ লিখ।

২। কোন অবস্থায় ওয়াক্‌ফ করা অবৈধ? এবং কেন? উদাহরণ দাও।

ত্রয়োদশ পাঠ

صِفَات

সিফাত

সিফাত মানে অক্ষর উচ্চারণের বিশেষ অবস্থা। অর্থাৎ যে পদ্ধতির মাধ্যমে হরফসমূহ উচ্চারিত হয় তাকে ঐ হরফের সিফাত বলা হয়।

সিফাত দুই প্রকার (১) لاَزِمِىْ (লাযিমী) বা ذَاتِىْ (জাতী) এই সিফাত কখনো حرف বা অক্ষর হতে পৃথক হতে পারে না। পৃথক হলে এক অক্ষর অন্য অক্ষরে পরিণত হয়। কেননা একই মাখরাজ বিশিষ্ট অক্ষরের আওয়াজ একই রকম হয় না। সিফাতের জ্ঞানের মাধ্যমে এই পৃথকীকরণ সম্ভব।

যেমন ঃ ت – ط

২। সিফাতে আরেজী ঃ এই সিফাত আদায় না করলে শব্দের উচ্চারণ অশুদ্ধ হয় না, তবে শব্দের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। যেমন راء এর পোর ও বারিক হওয়া সিফাতের বাস্তব প্রতিফলন অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবদের কাছে মশ্‌ক ছাড়া সম্ভব নয়।

মোট কথা কুরআন শরীফ তারতীলের সাথে পড়তে হলে তাজবীদের তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের কাছে মশ্‌ক করা একান্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী

১। صِفَات সিফাত কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?

২। صِفَاتِ لاَزِمِىْ সিফাত লাযিমীর হুকুম বর্ণনা কর।

৩। صِفَات عَارِضِىْ আরেজী বলতে কি বুঝ?

সমাপ্ত